শৈলকুপায় বিএনপির দু’গ্রুপের উত্তেজনা, পুলিশ মোতায়েন

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ-সংগঠনের কমিটি গঠন নিয়ে দু’গ্রুপের মধ্যে চরম উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে গতকাল দুপুরে জেলা কমিটি ও শৈলকুপা উপজেলার নেতাদের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল জেলা বিএনপির কার্যালয়ে। তবে বিবাদমান গ্রুপ গুলো শতশত কর্মী- সমর্থক সহ মারমুখি অবস্থান নিয়ে ঝিনাইদহে জেলা কার্যালয়ে উপস্থিত হলে উত্তেজনা দেখা দেয়।

এসময় বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয় দলটির জেলা কার্যালয়ের সামনে। এক পর্যায়ে পুলিশ হটিয়ে দেয় কর্মী-সমর্থকদের। পণ্ড হয়ে যায় বৈঠক। দলটির কেন্দ্রীয় বিএনপির মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক এড. আসাদুজ্জামান আসাদ ও সাবেক এমপি আব্দুল ওহাবের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে এ বিরোধ চলছে।

বৈঠকের জন্য শৈলকুপা উপজেলা বিএনপির সদ্য ঘোষিত আহবায়ক আবুল হোসেন, যুগ্ম আহবায়ক রাকিবুল হাসান খান দিপু, কেন্দ্রীয় নেতা ওসমান আলী, মিজানু রহমান বাবলু, শৈলকুপা পৌর আহবায়ক আবু তালেব, মনিরুজ্জামান হিটু, হুমায়ুন বাবর ফিরোজ, সেলিম রেজা ঠান্ডু, রফিকুল ইসলাম, সাজ্জাদুর রহমান সাজ্জাদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, অনুমতি ছাড়া বিএনপির বিবাদমান গ্রুপগুলো বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক জড়ো করায় হানাহানির আশঙ্কা দেখা দিলে তাদের হটিয়ে দেয়া হয়।

প্রসঙ্গত শৈলকুপা উপজেলায় বিএনপির থানা, পৌর ও ওয়ার্ড কমিটি গঠন নিয়ে নেতা-কর্মীদের মধ্যে চরম বিরোধ তৈরী হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে দলটির ত্যাগী নেতাদের বাদ দিয়ে বিভিন্ন দল থেকে আসা নতুনদের নিয়ে কমিটি করা হচ্ছে।

সাবেক এমপি আব্দুল ওহাব জানান, বিএনপির কাছে অগ্রহণ যোগ্য সদ্য ঘোষিত কমিটি বাতিলের দাবিতে শতশত কর্মী নিয়ে ‘হটাও জাসদ, বাঁচাও বিএনপি’ শ্লোগানে তারা আন্দোলনে নেমেছে। এসব কমিটি বাতিল না হওয়া পর্যন্ত বিএনপির নেতা-কর্মীরা আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

এর আগে কেন্দ্রীয় বিএনপির ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক জয়ন্ত কুমার

কুন্ডু, সাবেক এমপি ও জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল ওহাব, কেন্দ্রীয় নেতা ওসমান আলী, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান খান দিপু প্রমুখ নেতা ঐকবদ্ধ হয়ে বৈঠক করেন। তারা শৈলকুপা উপজেলা বিএনপির সদ্য ঘোষিত আহব্বায়ক কমিটিগুলো বাতিলের দাবি জানান।

কালীগঞ্জে নারী ও শিশুর উপর সহিংসতার প্রতিবাদে ছাত্রদলের মানববন্ধন

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে দেশব্যাপী নারী ও শিশুর উপর সহিংসতার প্রতিবাদে ছাত্রদলের মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়ছ। শহরের থানা রোডস্থ দলীয় কার্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

কালীগঞ্জ উপজেলা, পৌর ও কলেজ শাখার আয়াজনে এ মানববন্ধন ছাত্রদলের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

কালীগঞ্জ উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক মারুফ বিল্লাহ’র সভাপতিত্বে মানববন্ধনে প্রধান অতিথি হিসবে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রদলের সভাপতি এস.এম সমিনুজ্জামান সমিন। এছাড়াও বক্তব্য প্রদান করেন সরকারি কে.সি কলেজ ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আব্দুস সালাম, কালীগঞ্জ উপজেলা ছাত্রদলর সদস্য সচিব মসুম উদ্দিন শোভন, পৌর আহবায়ক জুয়েল রানা, সদস্য সচিব তরিকুল ইসলাম, কলেজ ছাত্রদলের আহবায়ক সাজিদ হাসান জনি, সদস্য সচিব কামরুল ইসলাম প্রমুখ।

মানববন্ধনে অন্যান্যর মধ্য উপস্থিত ছিলেন উপজলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক আসাদুল ইসলাম, আলাউদ্দিন, তারেকুর রহমান টিপু, মেহেদী হাসান হিরণ, পৌর শাখার যুগ্ম আহবায়ক ইসরাফিল হাসন জুয়েল, মুশফিকুর রহমান তানভীর, হাসানুজ্জামান ইভন, আশরাফুল ইসলাম নিরব, সাকিবুল হাসান, শিপন আহমদ, কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক আল আমিন, হারুন উর রশিদ রাজা, ইফতি জাহান, দিপু পারভজ, খালেদ সাইফুল্লাহ

শাওন, উপজলা ছাত্রদলর সদস্য মনিরুজ্জামান মুনা, সাবির হাসান, গাজী তরিকুল, জুয়ল মিয়া, রাজিবুল ইসলাম রাজিব, পৌর ছাত্রদলের সদস্য মাসুম মন্ডল, তারিক মাহমুদ, সাকিবুল হাসান, মাহফুজ পারভেজ, কলেজ শাখার সদস্য শাহারিয়ার আলম, সাবির হাসন, ফাহিম শাহারিয়ার, আবির হাসনসহ বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী।

মানববন্ধন প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রদলর সভাপতি সমিনুজ্জামান সমিন বলন, সরকার দলীয় দুর্বত্তরা ধর্ষণের সাথ জড়িত। নারী ও শিশুর উপর নির্যাতনকারী যে দলরই লোক হোক না কেন তাকে গ্রেফতার করে বিচারর আওতায় আনতে হবে। তিনি আরা বলন, সম্প্রতি কালীগঞ্জ উপজেলার তিনটি ইউনিটের আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়ছে। কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক টিম ও জেলা ছাত্রদলের মাধ্যমে উক্ত কমিটিগুলা ঘোষণা করা হয়েছে। এই কমিটির বিপক্ষ যারা অবস্থান নিবেন তাদের সাথে ছাত্রদলর কোন সম্পৃক্ততা নাই।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির প্রতিবাদ সমাবেশ

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পাবনা-৪, নওগাঁ-৬ ও ঢাকা-৫ জাতীয় সংসদ উপনির্বাচনে সরকার নিয়ন্ত্রিত কারচুপি ও সহিংসতা সহ আইন শৃংখলা বাহিনীর ভুমিকা আবারো প্রমাণ করেছে বর্তমান সরকারের অধীনে কোন নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব না।

আজ ১৯শে অক্টোবর মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সমাবেশে মাসুদ অরুন এ কথা বলেন।

আমরা উপনির্বাচনের ফলাফল বাতিল সহ পূনরায় নির্বাচনের দাবীতে কর্মসুচীতে জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন বলেন,জনগণের সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ফ্যাসিবাদী ও কালো টাকার মালিকদের আর্শিবার্দপুষ্ট জনবিচ্ছিন্ন এই সরকারের পতন ছাড়া নিরপেক্ষ ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে না।

পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় প্রতিবাদ

সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, সহ-সভাপতি শেখ সাঈদ আহম্মেদ, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক বদরুদ্দিন বিশ্বাস, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আব্দুর রহিম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক (গাংনী) জুলফিকার আলী ভুট্টো, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক (মুজিবনগর) আঃ রশিদ, সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সাহাবুদ্দিন মোল্লা, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান আখের, জেলা মুক্তিযোদ্ধা দলের সাধারন সম্পাদক রায়হানুল কবির ও সাংগঠনিক সম্পাদক আঃ গনি, জেলা যুবদল সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা যুবদলের সাধারন সম্পাদক কাওছার আলী, জেলা স্বেচ্ছাসেবকদলের সভাপতি তোফায়েল আহমেদ, সাধারন সম্পাদক আজমল হোসেন মিন্টু, জেলা তাঁতীদলের আহবায়ক আরজুল্লাহ মাস্টার বাবলু, জেলা মৎস্যজীবিদলের আহবায়ক শ্রী গুরুদাস হালদার, জেলা শ্রমিকদলের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা, জেলা জাসাস এর সভাপতি মাহফুজুর রহমান অশেষ ও সাধারন সম্পাদক বাঁকাবিল্লাহ, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আবুল আহসান ও সদস্য সচিব আনোয়ারুল হক, মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক আকিব জাভেদ সেনজির ও সদস্য সচিব আফিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক বখতিয়ার খালিদ বুলবুল ও সদস্য সচিব রাশিদুল ইসলাম রাজন, মুজিবনগর উপজেলা কৃষকদলের সভাপতি নারসরুদ্দিন মেম্বার ও সাধারন সম্পাদক আরমান আলী, তাতীদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল আলম মন্টু,মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রদলের আহবায়ক ফাহিম আহনাফ লিংকন ও সদস্য সচিব তানিম আহমেদ, পৌর ছাত্রদলের আহবায়ক তৌফিক এলাহী ও জার্জিস ইউসুফ রৌমিক প্রমুখ।

মুজিবনগরে বিএনপির করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মাস্ক বিতরণ

মুজিবনগর উপজেলার কেদারগন্জ বাজারে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক এমপি মাসুদ অরুনের নির্দেশে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সাধারণ মানুষকে সচেতন ও মাস্ক বিতরণ করা

হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেলে কেদারগন্জ বাজারের হাট প্রাঙ্গনে জেলা বিএনপি এর সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ এর নেতৃত্বে সাধারণ মানুষের মাঝে এ সকল মাস্ক বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্হিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আবুল হাসান,সদস্য সচিব আনোয়ারুল ইসলাম,যুবনেতা আরিফ, আজাদ আলী, মোনাখালি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপার্থী আজিমুদ্দীন গাজী,সহ মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি এর নেতৃবৃন্দ।

কালীগঞ্জে নবগঠিত ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দের তাতী দলের শুভেছা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বাংলাদেশ জাতীয়বাদী ছাত্রদল কালীগঞ্জ উপজেলা, পৌর ও কলেজ শাখার নবগঠিত আহবায়ক কমিটির নেতৃবৃন্দের তাতীদলের পক্ষ থেকে ফুলল শুভছা জানানা হয়েছে।

গত শুক্রবার সকাল শহরের দলীয় কার্যালয় জাতীয়তা বাদী স্বেছাসবক দলর পক্ষ থক নবগঠিত কমিটির নেতৃবৃন্দের ফুলল শুভেছা জানানো হয়েছে। নবগঠিত কমিটির উপজলা শাখার আহবায়ক মারুফ বিল্লাহ, সদস্য সচিব মসুম উদ্দিন শোভন, পর শাখার আহবায়ক জুয়েল রানা, সদস্য সচিব তরিকুল ইসলাম, মাহতাব উদ্দিন কলেজ শাখার সাজিদ হাসান জনি, সদস্য সচিব কামরুল ইসলামসহ উপজেলা ছাত্রদলর যুগ্ম আহবায়ক আসাদুল ইসলাম, আলাউদ্দিন, শাহাদৎ হোসন রিওন, তারেকুর রহমান টিপু, মেহেদী হাসান হিরণ, পৌর শাখার যুগ্ম আহবায়ক ইসরাফিল হোসেন জুয়ল, মুশফিকুর রহমান তানভীর, হাসানুজ্জামান ইভন, আশরাফুল ইসলাম নিরব, সাকিবুল হাসান, শিপন আহমদ।

কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক আল আমিন, হারুন উর রশিদ রাজা, ইফতি জাহান, দিপু পারভজ, খালেদ সাইফুল্লাহ শাওন, উপজলা ছাত্রদলের সদস্য মনিরুজ্জামান মুনা, সাব্বির হাসান, গাজী তরিকুল, জুয়ল মিয়া, রাজিবুল ইসলাম রাজিব, পৌর ছাত্রদলের সদস্য মাসুম মন্ডল,

তারিক মাহমুদ, সাকিবুল হাসান, মাহফুজ পারভেজ সহ বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীকে ফুলেল শুভেছা জানানো হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কালীগঞ্জ উপজলা স্বেছাসবক দলের সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন তপন, স্বেছাসেবক দলের নেতা বুলবুল আহমদ, সোহল রানা, জাহাঙ্গীর আলম, আলমগীর হোসেন, শহীদুল ইসলাম হিরু, দেলায়ার হোসেন,এ স এম মাসুম পারভেজ, তরিকুল ইসলাম, হাসানুজ্জামান লিসান, এরশাদ হাসন সানা, সরোয়ার হোসেন, সাহেব আলী, সোহাগ হাসন, শাহ আলম, শহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

বাবার মতো জনগণের সেবক হতে চাই- মনিরুল ইসলাম

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যান সহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশিরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক পর্ব। এ পর্বে ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ এর মুখোমুখি হয়েছিলেন গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি। সাক্ষাতকার গ্রহণ করেছেন আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি পলাশ আহমেদ। সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো:

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আপনার সিদ্ধান্ত কি?

মনিরুজ্জামান মনি: আপনারা জানেন, আমি গত নির্বাচনে বিএনপি দল থেকে ভোট করে নির্বাচিত হয়েছি। জনগণ আমাকে ভালোবেসে ভোট দিয়ে এই চেয়ার আমাকে উপহার দিয়েছে এবং আমার বাবা দীর্ঘদিন যাবৎ চেয়ারম্যান হিসেবে জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করে গেছেন। তার মুখের দিকে চেয়েও আমাকে জনগণ আমাকে ভোট দিয়েছে। তাই জনগণের কাছে আমি ও আমার পরিবার কৃতজ্ঞ। তাই জনগণ যদি আবারও চাই, আর ভোট যদি সুষ্ঠ হয় তাহলে আবার নির্বাচন করে চেয়ারম্যান হবো ইনশাল্লাহ্। তবে

নির্বাচনী প্রচারনার কাজ এখনো শুরু করিনি করবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনার দল বিএনপি আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোন নির্দেশনা দিয়েছে কি না?

মনিরুজ্জামান মনি: কোন নির্দেশনা আসে নি। তবে বাংলাদেশের কিছু কিছু স্থানে নির্বাচন হচ্ছে সেখানে বিএনপি প্রার্থী আছে সেই ক্ষেত্রে আশা করি আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও বিএনপি থাকবে। তবে ভোট যদি সুষ্ঠ হয় এবং জনগণ কে যদি তাদের ভোট দেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা দেয় তাহলে আবারো চেয়ারম্যান হবো ইনশাল্লাহ্।

মেহেরপুর প্রতিদিন: জনগণ কে দেওয়া প্রতিশ্রুতি কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন বলে মনে করেন।

মনিরুজ্জামান মনি: আমি নির্বাচিত হওয়ার পর রাস্তা ঘাট, মসজিদ-মাদ্রাসা-স্কুল, বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধি ভাতা, থেকে শুরু করে করোনাকালিন সময় ১০ কেজি, ১৫ কেজি, ৩০ কেজি চাউল, শিশুদের জন্য দুধসহ সকল প্রকার সহযোগীতা অসহায় মানুষের দারে দারে পৌঁছে দিয়েছি। আমার ইউনিয়ন পরিষদের বরাদ্দ খুবই স্বল্প সেই সল্পতা থেকে আমি সকলকে সন্তষ্ট রাখার চেষ্টা করেছি। এবং ইউনিয়নের প্রধান প্রধান স্থান গুলোতে স্ট্রিট লাইটের ব্যাবস্থা করেছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনি আপনার দল বিএনপি’র কাছে থেকে নোমিনেশন পাওয়ার ব্যাপারে কতটুকু আশাবাদী?

মনিরুজ্জামান মনি: আমি দলের দুর্দিনে পাশে আছি এবং বর্তমান ক্ষমতাশালী দলের বিপক্ষে নির্বাচন করে চেয়ারম্যান হয়েছি। জনগণের ভালোবাসা আস্থা আমার উপর আছে। সেই সুবাদে আমি মনে করি আমার দল আগামী নির্বাচনে আমাকেই নোমিনেশন দিবে। নোমিনেশন পেয়ে নির্বাচনে আসলে আমার বিশ্বাস জনগণ আমাকে আবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত করবেন।

এ ক্ষেত্রে দল আমাকেই মুল্যায়ন করবেন বলে মনে করি। আমি এই ৫ বছরে মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি এবং সবাই আমাকে সন্তানের মতো দেখেন, আমিও তাদের সম্মান করি, আমি সব সময় বিপদে আপদে তাদের পাশে দাড়ানোর চেষ্টা করি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: পুনরায় নির্বাচিত হলে কি কি করতে চান?

মনিরুজ্জামান মনি: আমি আমার বাবার দেখানো পথেই জনগণের সেবক হয়ে

তাদের পাশে থাকতে চাই। আমার ষোলটাকা ইউনিয়নকে একটি মডেল ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। উন্নয়নের কোন কিছুর কমতি নেই। আমার পরিকল্পনা আছে আবার যদি নির্বাচিত হয় তাহলে শিক্ষাখাতে উন্নয়ন করতে চাই। মানুষের বন্ধু হয়ে পাশে আছি এবং সব সময় তাদের পাশে থেকে সেবা করতে চাই।

ভোট সুষ্ঠ হলে আবারও চেয়ারম্যান হবো – – আখের উজ্জামান

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশিরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাতকার পর্ব। পর্বে মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুখোমুখি হয়েছিলেন গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান আখের উজ্জামান। সাক্ষাতকার গ্রহণ করেছেন আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি পলাশ আহমেদ। আজকের সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আপনার সিদ্ধান্ত কি?

আখের উজ্জামানঃ আপনারা জানেন আমি গত নির্বাচনে বিএনপি দল থেকে ভোট করে নির্বাচিত হয়েছি।জনগন আমাকে ভালোবেসে ভোট দিয়ে এই চেয়ার আমাকে উপহার দিয়েছে যদি জনগন যদি আবারও চাই আর ভোট যদি সুষ্ঠ হয় তাহলে আবার নির্বাচন করে চেয়ারম্যান হবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনার দল বি এন পি আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোন নির্দেশনা দিয়েছে কি না?

আখের উজ্জামানঃ কোন নির্দেশনা আসেনি তবে বাংলাদেশের কিছু কিছু

যায়গা তে নির্বাচন হচ্ছে সেখানে বিএনপি প্রার্থী আছে সেই ক্ষেত্রে আশা করি আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও বিএনপি থাকবে।

মেহেরপুর প্রতিদিনঃ জনগন কে দেওয়া প্রতিশ্রুতি কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন বলে মনে করেনঃ
আখের উজ্জামানঃ আমি নির্বাচিত হওয়ার পর রাস্তা ঘাট মসজিদ মাদ্রাসা স্কুল বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধি ভাতা, থেকে শুরু করে করোনা কালিন সময় ১০ কেজি,১৫ কেজি,৩০ কেজি চাউল, শিশুদের জন্য দুধ সকল প্রকারজিনিস অসহায় মানুষের দারে পৌছে দিয়েছি।আমার ইউনিয়ন পরিষদের বরাদ্দ খুবই সল্প সেই সল্পতা থেকে আমি সকলকে সন্তস্ট রাখার চেষ্টা করেছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনি আপনার দল বিএনপির কাছে থেকে নোমেনেশন পাওয়ার ব্যাপারে কতটুকু আশাবাদি?
আখের উজ্জামানঃ আমি দলের দুর্দিনে পাশে আছি। এবং বর্তমান ক্ষমতাশালী দলের বিপক্ষে নির্বাচন করে চেয়ারম্যান হয়েছি। জনগনের ভালোবাসা আস্থা আমার উপর আছে। সেই সুবাদে আমি মনে করি আমার দল আগামী নির্বাচনে আমাকেই নোমেনেশন দিবে।নোমেনেশন পেয়ে নির্বাচনে আসলে আমার বিশ্বাস জনগন আমাকে আবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত করবেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: পুনরায় নির্বাচিত হলে কি কি করতে চান?
আখের উজ্জামান: আমার ধানখোলা ইউনিয়নকে একটি মডেল ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে দুলতে চাই। উন্নয়নের কোন কিছুর কমতি নেই। আমার পরিকল্পনা আছে আবার যদি নির্বাচিত হয় তাহলে ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের পাশে যে যায়গা আছে সেখানে বড় করে একটা মার্কেট স্থাপন করবো। এবং ইউনিয়ন পরিষদের সর্বচ্চ সেবা মানুষের ঘরে ঘরে পৌছে দিতে চাই।

আইন শৃংখলা অবনতির আশংকায় মেলেনি পুলিশি অনুমতি

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপি’র অভ্যন্তরীণ কোন্দল থাকায় বিবাদমান দুটি গ্রুপের একই দিনে পাল্টপাল্টি কর্মসূচিতে আইন শৃংখলা অবনতির আশংকায় মেলেনি পুলিশি অনুমতি।

রবিবার বিকালে দুটি গ্রুপের পাল্টপাল্টি কর্মসূচির ঘোষণা দেয়ায় উভয় পক্ষের মধ্যে দেখা দেয় উত্তেজনা। এ দিকে আইন শৃংখলা বিঘ্ন ঘটার আশংকায় রবিবার শহরে পুলিশি নজর দারী জোরদার করেছে স্থানীয় থানা পুলিশ। সেই সাথে থানা পুলিশ উভয় পক্ষকে একই দিনে অনুষ্ঠান করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিলে পরবর্তীতে দুটি গ্রুপই স্ব-স্ব প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যেমে তাদের কর্মসূচি স্থগিত করেছেন।

জানা যায়, সম্প্রতি কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপি’র কমিটি ভেঙ্গে দেয় জেলা বিএনপি। পরবর্তীতে সাবেক উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাককে আহ্বায়ক করে ৪১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিলে কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপি’র মধ্যে দু’টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক গ্রুপের নের্তৃত্বে আসেন উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি সিরাজুল ইসলাম অপর গ্রুপের সদ্য আহ্বায়ক আব্দুর রাজ্জাক।

আহ্বায়ক কমিটি ফেসবুকে প্রচার হওয়ার পর গত ১১ মার্চ আহ্বায়ক কমিটি’র ৪জন যুগ্ন-সম্পাদকসহ ১৫জন পক্ষ পাতিত্বের অভিযোগ এনে পদত্যাগ করেন। বিষয়টি নিয়ে পদত্যাগীরা আহ্বায়ক কমিটি ভেঙ্গে পুনঃরায় কমিটি করার দাবীতে বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম মঞ্জুসহ কেন্দ্রীয় বিভিন্ন নেতাদের নিকট আবেদন করেন। অথচ এখনো এর কোন প্রতিকার পাননি বলে জানান।

এদিকে রবিবার বিকালে আহ্বয়াক কমিটি পূর্বের উপজেলা অফিস বর্জন করে স্থানীয় মেইন বাসস্ট্যাণ্ডে নতুন অফিস উদ্বোধন ও আলোচনা সভার জন্য জেলা নের্তৃবৃন্দের আমন্ত্রণ জানান। বিষয়টি জানতে পেরে অপর গ্রুপ রবিবার বিকাল ৩টায় জেলা নের্তৃবৃন্দের উপস্থিতিতে নতুন অফিস উদ্বোধনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ, কালো পতাকা প্রদর্শন ও বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দেয়। উভয় পক্ষই জেলা পুলিশের বিশেষ শাখায় অনুষ্ঠান কর্মসূচি করার জন্য আবেদন করেন।

আইন শৃংখলা অবনতির আশংকায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনুমতি না পাওয়ায় দুগ্রুপের অনুষ্ঠান বাতিল করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দুগ্রুপের নের্তৃত্বদান কারীরা। উভয় পক্ষের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে প্রশাসনের অনুমতি না পাওয়ায় রবিবারের সকল কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে। পরবর্তীতে সুবিধামত সময়ে পরবর্তী কর্মসূচির তারিখ ঘোষণা করা হবে।
এ ঘটনায় উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাহবুবুল আলম জানান- আমি উভয় পক্ষের সাথে কথা বলেছি, তারা এখন অনুষ্ঠান করবেন না বলে জানিয়েছেন। এছাড়াও আইন শৃংখলা বজায় রাখতে শহরে পুলিশ তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে।

খালেদা জিয়ার ৪ মামলার স্থগিতাদেশ আপিলেও বহাল

দুর্নীতির দুই মামলায় দণ্ডিত বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে থাকা নাশকতার তিন ও মানহানির এক মামলার কার্যক্রমের ওপর হাইকোর্টের দেয়া স্থগিতাদেশ বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ। একইসঙ্গে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হাইকোর্টের রুল শুনানি করতে বলা হয়েছে।

মামলাগুলো সচল চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের শুনানি শেষে রোববার বিচারপতি ইমান আলীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আপিল বিভাগ এ আদেশ দেন।

আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে ছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মমতাজ উদ্দিন ফকির। আর খালেদা জিয়ার পক্ষে শুনানিতে ছিলেন ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন।

খালেদা জিয়ার আইনজীবী ব্যারিস্টার এহসানুর রহমান গণমাধ্যমকে এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

এর আগে ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে ও পরে গাড়ি ভাঙচুরসহ অগ্নিসংযোগের অভিযোগে খালেদা জিয়াকে হুকুমের আসামি করে নাশকতার মামলাগুলো দায়ের করা হয়। রাজধানীর দারুস সালাম থানায় নাশকতার অভিযোগে তিনটি এবং মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের সংখ্যা নিয়ে বিরূপ মন্তব্যের অভিযোগ পৃথক আরেকটি মামলা হয়। এসব মামলা স্থগিত চেয়ে খালেদা জিয়ার পক্ষে হাইকোর্টে আবেদন জানানো হলে তা মঞ্জুর করা হয়। একইসঙ্গে মামলার স্থগিতের বিষয়ে রুল জারি করেন হাইকোর্ট। পরে হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আবেদন জানায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা।

প্রসঙ্গত, এই চার মামলাসহ খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে থাকা মামলাগুলোর মধ্যে মোট ১১ মামলার কার্যক্রমের ওপর স্থগিতাদেশ বহাল রাখলেন আপিল বিভাগ।

খালেদা জিয়ার বড়পুকুরিয়া মামলার অভিযোগ গঠন পেছাল

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াসহ ১১ আসামির বিরুদ্ধে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি দুর্নীতি মামলায় অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানির তারিখ পিছিয়ে আগামী ১৭ নভেম্বর ধার্য করেছেন আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) কেরানীগঞ্জ কারাগারে নবনির্মিত ২ নম্বর ভবনে স্থাপিত অস্থায়ী ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-২ এর বিচারক এ এইচ এম রুহুল ইমরান আসামিপক্ষের সময় আবেদন মঞ্জুর করে এ তারিখ ধার্য করেন।

আজ মামলাটি অভিযোগ শুনানির দিন ধার্য ছিল। কিন্তু খালেদা জিয়া শারীরিকভাবে সুস্থ না থাকায় আদালতে হাজির হতে পারেননি। এজন্য তাঁর পক্ষে সময় আবেদন করেন মাসুদ আহম্মেদ তালুকদার। শুনানি শেষে বিচারক সময়ের আবেদন মঞ্জুর করে পরবর্তী অভিযোগ শুনানির এ তারিখ ধার্য করেন।

এ মামলায় আসামি ছিলেন ১৩ জন। জামায়াত নেতা নিজামী ও মুজাহিদের ফাঁসি কার্যকর হওয়ায় বর্তমানে আসামি ১১ জন। সম্প্রতি আরেক আসামি ব্যারিস্টার আমিনুল হক মারা গেছেন।

আসামিরা হলেন খালেদা জিয়া, সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী, সাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী ড. খন্দকার মোশারফ হোসেন, সাবেক কৃষিমন্ত্রী এম কে আনোয়ার, সাবেক তথ্যমন্ত্রী এম শামসুল ইসলাম, সাবেক ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার মো. আমিনুল হক, মো. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, হোসাফ গ্রুপের চেয়ারম্যান মোয়াজ্জেম হোসেন, সাবেক জ্বালানি ও খনিজসম্পদ সচিব নজরুল ইসলাম, পেট্রোবাংলার সাবেক পরিচালক মুঈনুল

আহসান, সাবেক জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী এ কে এম মোশারফ হোসেন।

২০০৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়া ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি দুর্নীতি মামলা দায়ের করে দুদক। শাহবাগ থানায় মামলাটি করেন দুর্নীতি দমন কমিশনের তৎকালীন সহকারী পরিচালক মো. সামছুল আলম।

সূত্র- কালের কন্ঠ